গণতন্ত্র ও নির্বাচনী শিক্ষা সহায়িকা

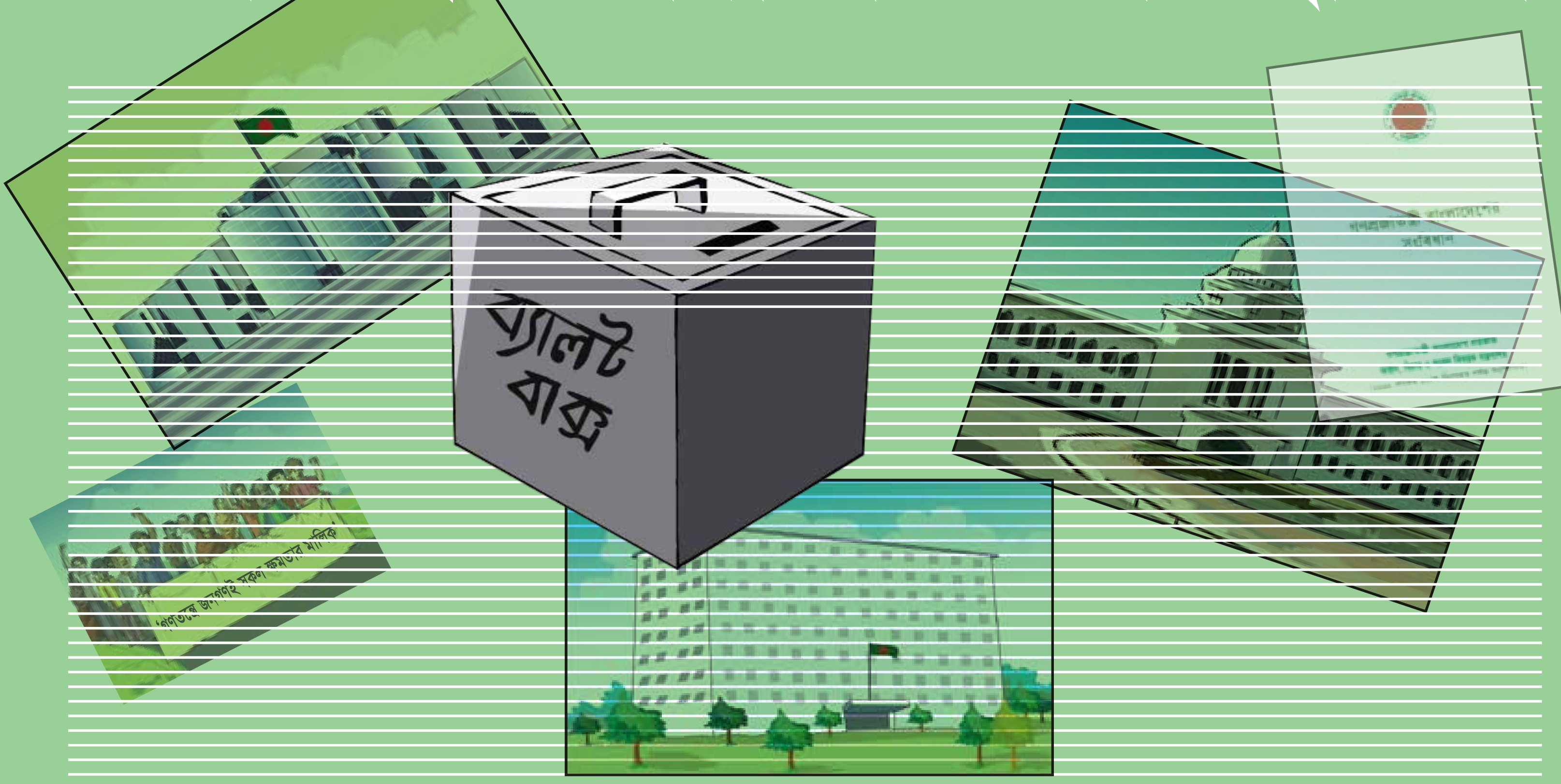

ইসি বাংলাদেশ

গণতন্ত্র ও নির্বাচনী শিক্ষা সহায়িকা

আমার ভোট আমি দিব
ভালো মানুষ বেছে নিব

রচনা

মিনার মনসুর

সম্পাদনা

আরিফ সিকদার

সিডা

ইসি বাংলাদেশ

প্রকাশনায় ঃ
এনভায়রনমেন্ট কাউন্সিল বাংলাদেশ
বাড়ী # ৬৭, বক # ক, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি,
শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯১২০০৪০, ৮৮-০২-৯১২৫০২৮
মোবাইল ঃ ০১৭১১৫২৭১৯৩
Email: info@ecbangladesh.com
Web: www.ecbangladesh.com

রচনা
মিনার মনসুর

সম্পাদনা
আরিফ সিকদার

ইলাস্ট্রেশন
এহসানুর রশিদ

ডিজাইন
রকিবুল হাসান

মুদ্রন ব্যবস্থাপনা
স্কেচগ্রীণ

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০০৮

কৃতজ্ঞতাঃ

এম আজিজুর রহমান
(সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার)
চেয়ারপারসন, ইসি বাংলাদেশ

কানাডিয়ান হাই কমিশন
ঢাকা, বাংলাদেশ

এই সহায়িকা থেকে প্রশিক্ষক, প্রশিণে অংশগ্রহণকারী ও আগ্রহী পাঠকগণ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ জানতে পারবেন–

সংবিধান কী?

বাংলাদেশের সংবিধান বলতে আমরা কী বুঝি?

সংবিধান আমাদের কী কী অধিকার দিয়েছে?

গণতন্ত্র কী?

গণতন্ত্রের চালিকা শক্তি ও অনুষঙ্গসমূহ কী কী?

রাজনৈতিক দল কী ও রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন কী?

নির্বাচন কী?

জাতীয় নির্বাচন ও স'ানীয় নির্বাচনের মধ্যে পার্থক্য কী?

স্থানীয় সরকার কেন প্রয়োজন?

স্থানীয় সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায়
নাগরিকদের অংশগ্রহণ কেন জরুরি?

জাতীয় পরিচয়পত্র ও ভোটার তালিকার মধ্যে পার্থক্য কী?

ভোট কী?

ভোটার কে এবং ভোটার হওয়ার যোগ্যতা কী?

ভোটারের অধিকার কী কী?

কেন ভোট দেওয়া দরকার?

কাকে ভোট দেওয়া উচিৎ?

কাকে ভোট দেওয়া উচিৎ নয়?

'না' ভোট কী? 'না' ভোট কেন দেব?

স্থানীয় ও জাতীয় সমস্যা সমাধানে ভোটার হিসেবে আমাদের করণীয় কী?

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
[১৯৯৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত]

সংবিধান কী?

সংবিধান হলো রাষ্ট্র বা দেশ পরিচালনার একটি দলিল। দেশ কিভাবে পরিচালিত হবে এবং কার কতোখানি অধিকার ও মতা থাকবে তা এই দলিলে লেখা থাকে। তাই সংবিধানকে দেশের বা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইনও বলা হয়।

বাংলাদেশের সংবিধান বলতে আমরা কী বুঝি ?

স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশেরও একটি সংবিধান আছে। এটি 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান' নামে পরিচিত। এই সংবিধানই হলো আমাদের সর্বো''চ আইন। যেমন–সংবিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়ায় ইতঃপূর্বে গ্রাম সরকার আইন বাতিল হয়ে গেছে। সম্প্রতি জরুরি আইনের কিছু কিছু বিধানও উ''চ আদালতে অবৈধ ঘোষিত হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধান গণপরিষদে পাস হয় ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর। একই বছরের ১৬ই ডিসেম্বর তা বলবৎ হয়। এই সংবিধান অনুযায়ী ৪টি মূলনীতির ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক প''ায় আমাদের দেশ পরিচালিত হয়। পরিচালিত হয় অফিস-আদালতসহ দেশের সকল প্রতিষ্ঠান। সরকার কিভাবে গঠিত হবে এবং বিভিন্ন বিষয়ে রাষ্ট্রের নীতি কী হবে তাও স্পষ্টভাবে এই সংবিধানে বলা আছে।

প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে কেরাণী পর্যন্ত দেশের প্রতিটি নাগরিক অবশ্যই সংবিধান মেনে চলতে বাধ্য। কারণ সংবিধান হচ্ছে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ দলিল।

সংবিধান আমাদের কী কী অধিকার দিয়েছে?

বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে সংবিধান আমাদেরকে অফুরন্ত ক্ষমতা দিয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী আমরা জনগণই এ দেশের মালিক। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, সংবিধানে এটাও নিশ্চিত করা হয়েছে যে, মালিক হিসেবে জনগণের ইচ্ছা বা অভিপ্রায় অনুযায়ীই দেশ পরিচালিত হবে। সংবিধান প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণের অধিকার দিয়েছে।'

সংবিধানে ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ ও ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে প্রদত্ত হয়েছে বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা এবং নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতাসহ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রায় সকল মৌলিক ও মানবাধিকার।

‘গণতন্ত্রে জনগণই সকল ক্ষমতার মালিক’

গণতন্ত্র কী?

গণতন্ত্র হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার জনপ্রিয় ও কার্যকর একটি পদ্ধতি। কারণ গণতন্ত্রে জনগণই সকল মতার মালিক। জনগণ তাদের পছন্দ অনুযায়ী সরকার নির্বাচিত করতে পারে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আইন ও নীতি প্রণয়ন করেন। সংপে বলা যায়, গণতন্ত্র হলো জনগণের শাসন, জনগণের জন্য শাসন এবং জনগণের দ্বারা শাসন। গণতন্ত্রের সুফল অনেক। যেমন–

- গণতন্ত্র প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিককে অবাধে ও নির্ভয়ে ভোট দেওয়ার অধিকার দেয়।
- জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দেশ পরিচালিত হয়।
- গণতন্ত্র একটি সাংবিধানিক অধিকার– যা সর্বজনীন মানবাধিকারসহ অন্যান্য অধিকার রক্ষা করে; ধর্মবর্ণ, নারী-পুরুষ, জাতি-গোষ্ঠী, ধনী-দরিদ্র, আদিবাসী-পাহাড়িসহ সবাইকে সমান অধিকার দেয়।
- দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষের অধিকার তথা সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠারও পূর্বশর্ত হচ্ছে গণতন্ত্র।
- গণতন্ত্রে সকলে খোলাখুলি নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। সরকারের ভালো কাজের প্রশংসা এবং মন্দ কাজের সমালোচনা করতে পারে।
- গণতন্ত্র শান্তি, সমঝোতা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার পরিবেশ তৈরি করে। নাগরিকদের সহনশীল ও অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে।

বাংলাদেশ সচিবালয়

গণতন্ত্রের চালিকা শক্তি ও সহায়ক শর্ত সমূহ কী কী?

গণতন্ত্রের মূল চালিকা শক্তি হলো জনগণ। জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া গণতন্ত্র অচল। নিজেদের অধিকার আদায়ে জনগণ যতোবেশি সংগঠিত, সচেতন ও সোচ্চার হবে গণতন্ত্রের ভিত্তি ততো মজবুত হবে।

গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভ তিনটি। যেমন– নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা বা সংসদ এবং বিচার বিভাগ। গণমাধ্যম বা সংবাদমাধ্যমকে বলা হয় গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রতিটি স্তম্ভের ভূমিকাই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

পাশাপাশি, গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজ। রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের দায়িত্বশীল ভূমিকা ছাড়া গণতন্ত্র বিকশিত হতে পারে না। বিশেষ করে জনসমর্থনপুষ্ট রাজনৈতিক দলগুলোই সরকার গঠন করে এবং সংসদে বিরোধী দল হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

গণতন্ত্রের একটি অপরিহার্য সহায়ক শর্ত হলো– দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার ও বিরোধী দলের গঠনমূলক ভূমিকা এবং পারস্পরিক সমঝোতা। সর্বোপরি, আইনের শাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ছাড়া গণতন্ত্রের কথা ভাবা যায় না।

রাজনৈতিক দলের কার্যালয়

রাজনৈতিক দল কী ও রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন কী?

রাজনৈতিক দল হলো জনগণের একটি সংগঠন। জনগণের কল্যাণই প্রতিটি রাজনৈতিক দলের মূল লক্ষ্য হলেও প্রতিটি দলেরই নিজস্ব কিছু আদর্শ, নীতি ও কর্মসূচি রয়েছে। সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি দলই জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতায় যেতে চায়। রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতার উৎস হলো জনগণ।

২০০৮ সালের সংশোধিত 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২' অনুযায়ী, নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে সুনির্দিষ্ট কিছু শর্ত ও নিয়মকানুন মেনে নিজেদের নাম নির্বাচন কমিশনে তালিকাভুক্ত করতে হয়। এটাকেই বলা হয় রাজনৈতিক দলের রেজিস্ট্রেশন বা নিবন্ধন। অনিবন্ধিত বা নিবন্ধন লাভে ব্যর্থ রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে অংশ নিতে পারে না।

আমার ভোট আমি দিব, ভালো মানুষ বেছে নিব

নির্বাচন কী?

নির্বাচন হলো গণতন্ত্রের অপরিহার্য পূর্বশর্ত ও দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের মতামত প্রকাশের একটি মাধ্যম। নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্র অচল। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের ইচ্ছা বা অভিপ্রায় অনুযায়ী দেশ পরিচালিত হয়। নির্বাচন হচ্ছে জনগণের সেই ইচ্ছা বা মতামত যাচাইয়ের একটি আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া। সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী, আমাদের দেশে প্রতি ৫ বছর অন্তর জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জনগণ ভোটের মাধ্যমে দেশ পরিচালনার জন্য তাদের পছন্দ অনুযায়ী সরকার নির্বাচিত করে। স্থানীয় পর্যায়েও একইভাবে ৫ বছরের ব্যবধানে সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি স্বাধীন নির্বাচন কমিশন রয়েছে। এই কমিশন আইন অনুযায়ী ভোটার তালিকা তৈরি এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে থাকে।

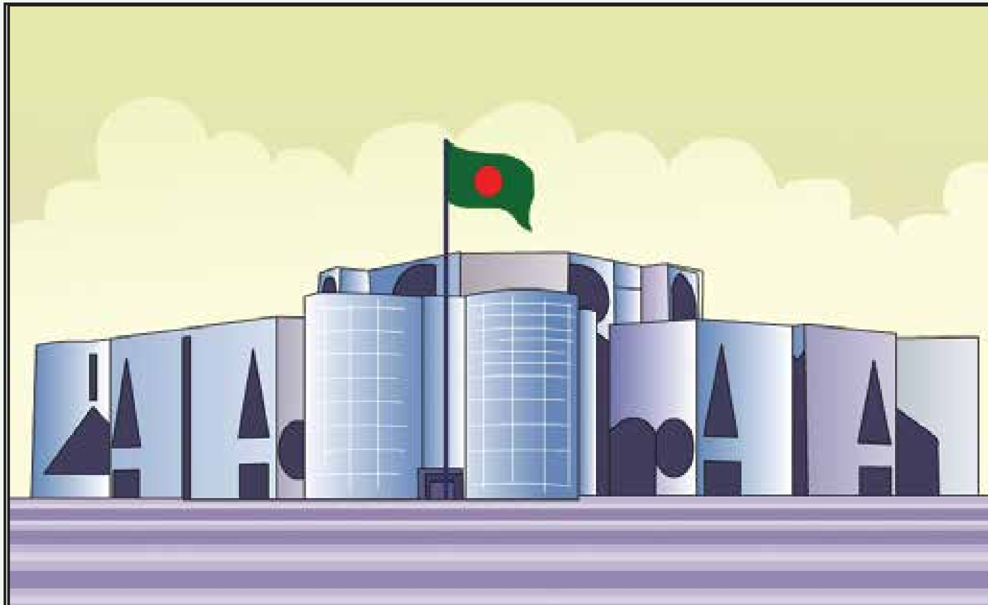

ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়

জাতীয় নির্বাচন ও স্থানীয় নির্বাচনের মধ্যে পার্থক্য কী?

আমাদের দেশে মূলত দুই ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। জাতীয় পর্যায়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচন। প্রতি ৫ বছর অন্তর এই সব নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনে একযোগে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর মনোনীত প্রার্থীরা দলীয়ভাবে অথবা জোটবদ্ধভাবে এতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবেও সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা যায়।

মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতিক্রমে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী দল বা জোট সরকার গঠন করে থাকে। এ জন্য কমপক্ষে ১৫১ জন সংসদ সদস্যের সমর্থন লাগে। নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদও ৫ বছর। সংসদে ৪৫টি সংরক্ষিত নারী আসন থাকলেও এইসব আসনে সরাসরি নির্বাচন হয় না।

স্থানীয় পর্যায়ে চারস্তরবিশিষ্ট স্থানীয় সরকারের বিধান রয়েছে। স্তরগুলো হলো– জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ এবং গ্রাম পরিষদ বা গ্রাম সরকার। গ্রাম সরকার সম্প্রতি বাতিল করা হয়েছে। নগরে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভা নির্বাচনও স্থানীয় সরকারের অংশ। বর্তমানে মূলত সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ-সব নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নির্দলীয়ভাবে। স্থানীয় সমস্যাবলিই এখানে প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট এলাকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্থানীয় সরকার বলা হয়। তারা মূলত জনগণের চাহিদা অনুযায়ী স্ব স্ব এলাকার উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে।

স্থানীয় সরকার কেন প্রয়োজন?

গণতন্ত্রের কার্যকর বিকাশে স্থানীয় সরকারের গুরুত্ব অপরিসীম। গণতন্ত্রের মূল কথা হলো, জনগণের শাসন। জনগণের অর্থবহ অংশগ্রহণ ছাড়া সেটা কখনই সম্ভব নয়। জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে জনগণ ভোট দিলেও সেখানে তাদের সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ নেই বললেই চলে। স্থানীয় নির্বাচন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করে। এ ছাড়াও স্থানীয় সরকারের রয়েছে আরও অনেক সুফল। যেমন–

- স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে স্থানীয় সরকার গঠিত হয়। তাই তারা স্থানীয় সমস্যাগুলো সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারেন।
- স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা করা যায়।
- কম সময়ে, কম খরচে ও সহজে পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করা যায়।
- সকল পর্যায়ে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ও নজরদারির সুযোগ থাকে।
- পরিকল্পনা গ্রহণ থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ থাকায় দুর্নীতি কম হয় এবং কাজের মান ভালো হয়।
- ঘরের কাছের সরকার হওয়ায় স্থানীয় সরকারের জবাবদিহিতা তুলনামূলকভাবে বেশি।
- জনগণ তাদের সমস্যার কথা সরাসরি স্থানীয় প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করতে পারে।

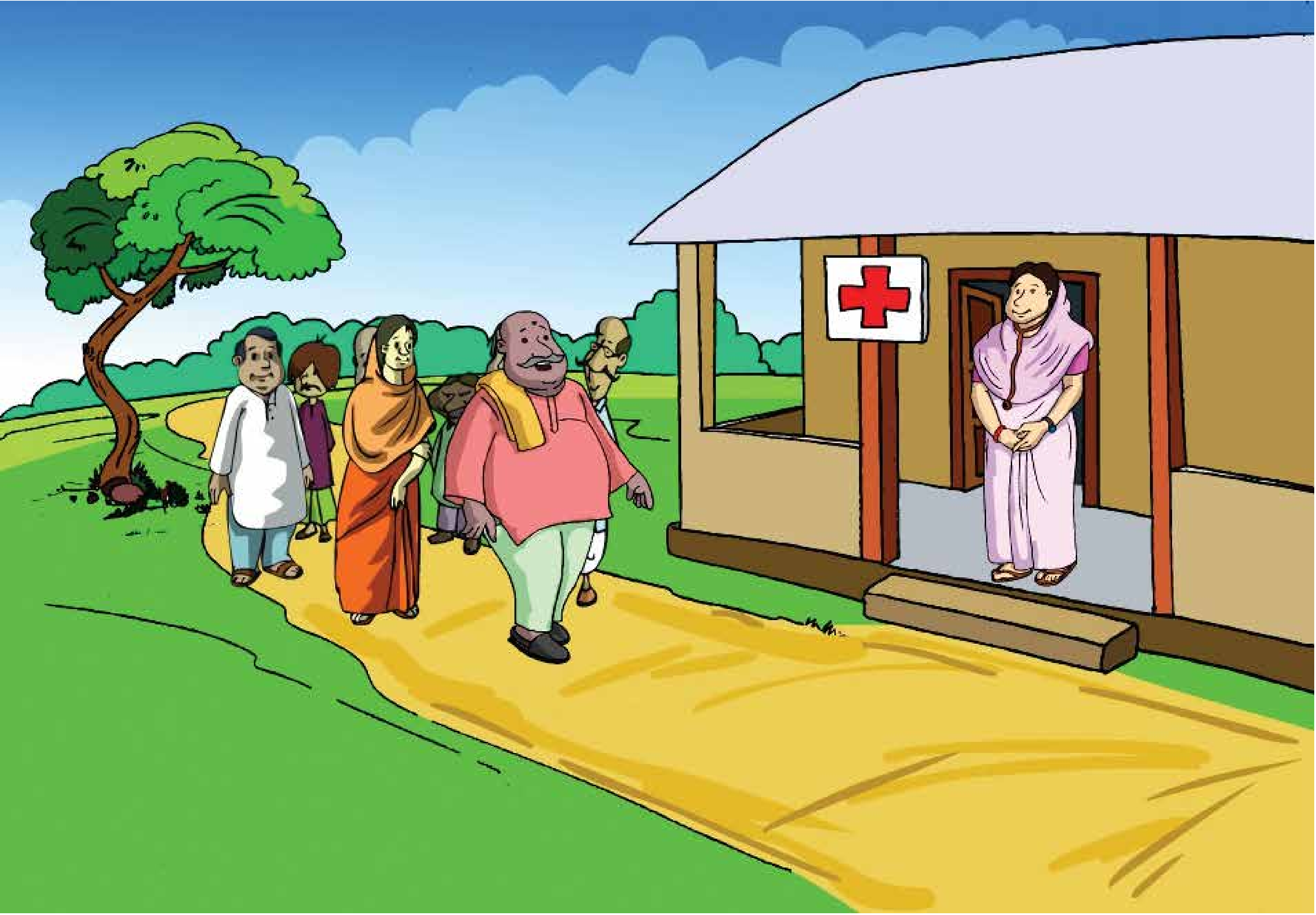

স্থানীয় সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশগ্রহণ কেন জরুরি?

দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং স্থানীয় উন্নয়নে স্থানীয় সরকারের ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় সরকার যতো শক্তিশালী ও কার্যকর হবে স্থানীয় উন্নয়নও ততো বেগবান হবে। স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী ও কার্যকর করতে হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের কোনো বিকল্প নেই।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও ঋণসহায়তাসহ সরকারি সেবা ও সুযোগসুবিধাগুলো ঠিকমতো পেতে হলে নাগরিকদের অবশ্যই স্থানীয় সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা উচিত।

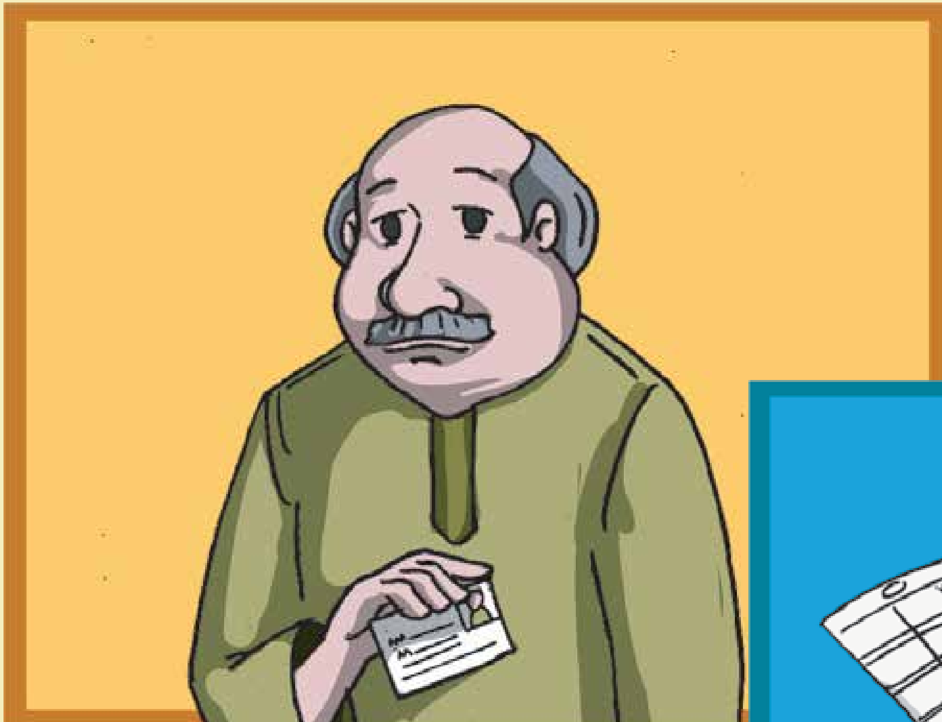

জাতীয় পরিচয়পত্র ও ভোটার তালিকার মধ্যে পার্থক্য কী?

আমাদের দেশে প্রথমবারের মতো ছবিসহ জাতীয় পরিচয় পত্র ও ভোটার তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এখন থেকে সকল নির্বাচনই অনুষ্ঠিত হবে এই তালিকার ভিত্তিতে। ইতিমধ্যে সকল ভোটারকে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের কাজও শুরু হয়েছে। জাতীয় পরিচয়পত্র ও ছবিসহ ভোটার তালিকা এক নয়।

কোনো নির্বাচনেই ভোট দেয়ার জন্য জাতীয় পরিচয়পত্রের প্রয়োজন হবে না। কারণ ভোটার তালিকায় ভোটারের নাম-ঠিকানা ও ছবি মুদ্রিত আছে। এর মাধ্যমেই ভোটার শনাক্ত করা হবে।

জাতীয় পরিচয়পত্রে উল্লেখিত পিন নম্বর আর ভোটার নম্বর এক নয়। ভোটার তালিকায় প্রত্যেক ভোটারের স্বতন্ত্র পিন নম্বর এবং ক্রমিক নম্বর রয়েছে। ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার আগেই ভোটার নম্বর জেনে নেওয়া উচিত।

ভোটার তালিকায় কারো নামের বানান বা তথ্যগত কোনো ভুল থাকলেও ভোট দিতে কোনো অসুবিধা হবে না। কারণ তালিকায় মুদ্রিত ছবি দেখে ভোটারের পরিচয় নিশ্চিত করা হবে।

ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার আগে আপনার ভোটার নম্বর জেনে নিন, অন্যকেও জেনে নিতে উৎসাহিত করুন।

এখানে ভোটার তালিকায়
নাম তোলা হয়

ভোটার কে এবং ভোটার হওয়ার যোগ্যতা কী?

সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের যে কোনো নাগরিক সংসদ ও স্থানীয় নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত যেকোনো নির্বাচনী এলাকায় ভোটার হিসেবে তালিকাভুক্ত হতে পারবেন যদি–

- তার বয়স ১৮ বছরের কম না হয়;
- আদালত কর্তৃক তিনি অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষিত না হন;
- তিনি সুনির্দিষ্ট নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বলে বিবেচিত হন।

যিনি যথানিয়মে ভোটার তালিকাভুক্ত হয়েছেন তিনিই ভোটার বলে গণ্য হয়ে থাকেন।

ভোটারের অধিকার কী কী?

একজন নাগরিক হিসেবে সকল অধিকারই একজন ভোটার ভোগ করে থাকেন। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে-অধিকারটি তিনি ভোগ করেন তাহলো– ভোট দিয়ে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে তিনি তার পছন্দমতো সরকার এবং জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করতে পারেন। অংশ নিতে পারেন দেশ পরিচালনার কাজে।

ব্যালট
বাক্স

ভোট কী?

ভোট প্রতিটি নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার। ধনী-গরিব, নারী-পুরুষ, আদিবাসী-বাঙালি, সবল-দুর্বল, মুসলমান-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান প্রত্যেক নাগরিকের ভোটাধিকার সমান।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোট হলো রাষ্ট্র বা দেশ পরিচালনায় নাগরিকদের মতামত প্রদানের একটি স্বীকৃত পদ্ধতি। নাগরিকরা ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন এবং সরকার পরিচালনায় সরাসরি অংশগ্রহণ করেন।

ভোট একটি শক্তিশালী হাতিয়ারও বটে। অহিংস উপায়ে প্রতিবাদ জানানোর মাধ্যম। রাষ্ট্র পরিচালনায় নাগরিকদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ বা মতামত প্রকাশের সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র বা হাতিয়ার হলো ভোট। নির্বাচিত প্রতিনিধি বা সরকার ওয়াদাভঙ্গ করলে জনগণ ভোটের মাধ্যমে তাদের পরাজিত করে এর জবাব দিতে পারে।

ভোট
আম

কেন ভোট দেওয়া দরকার?

দেশ বা রাষ্ট্রের মালিক হিসেবে দেশ ও জনগণের স্বার্থে ভোট দেওয়া প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য। ভোট দিয়ে আমরা আমাদের পছন্দমতো একটি ভালো সরকার নির্বাচিত করতে পারি। অংশ নিতে পারি দেশ শাসনের কাজে। রক্ষা করতে পারি নিজের ও দেশের স্বার্থ।

ভোট দিয়ে আমরা এমন প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে পারি– যিনি স্বাস্থ্য, শিা, রাস্তাঘাট, স্কুল, জামানতমুক্ত সরকারি ঋণ, খাসজমি, বন ও জলমহালসহ সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার ত্রে দরিদ্রদের সহায়তা করবেন। বাজেট তৈরি, আইন প্রণয়ন ও রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে সাধারণ মানুষের স্বার্থকে বড়ো করে দেখবেন।

ভোট দিয়ে আমরা হতদরিদ্র নারী-পুরুষ, বয়স্ক মানুষ, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, ভি জি ডি ও ভি জি এফ কার্ডধারী, প্রতিবন্ধী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু (হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্ট্রান সম্প্রদায়) আদিবাসী/পাহাড়িসহ সকল দুর্বল ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর অবদান রাখতে পারি।

ভোট দিয়ে আমরা অন্যায়-অত্যাচার এবং শোষণ-বঞ্চনার অবসান ঘটাতে পারি। ভোট প্রতিটি নাগরিকের গুরুত্বপূর্ণ একটি সাংবিধানিক ও মানবিক অধিকার। এ অধিকার আদায় করার জন্যই আমাদের ভোট দেওয়া উচিত।

কাকে ভোট দেওয়া উচিৎ?

এমন মানুষকে ভোট দেওয়া উচিত–

- দেশ ও জনগণের প্রতি যার দরদ ও দায়বদ্ধতা আছে;
- যিনি মানুষ হিসেবে সৎ ও যোগ্য;
- যিনি দল-মত, ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ এবং ধনী-দরিদ্র
- নির্বিশেষে সব মানুষকে সমান চোখে দেখেন;
- যিনি আইন মেনে চলেন;
- যিনি অন্যের মতামতকে সম্মান করেন;
- যিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন; এবং যিনি
- ব্যক্তি বা দলের চেয়ে দেশের স্বার্থকেই বড়ো করে দেখেন ।

কাকে ভোট দেওয়া উচিৎ নয়?

এমন ব্যক্তিকে ভোট দেওয়া উচিত নয়–

- দেশ ও জনগণের প্রতি যার দরদ ও দায়বদ্ধতা নেই;
- যিনি নিজের বা দলের স্বার্থকেই বড়ো করে দেখেন;
- যিনি ওয়াদাভঙ্গ করেন;
- মানুষ হিসেবে যিনি অসৎ ও অযোগ্য;
- যিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করে দেশের সম্পদ আত্মসাৎ কিংবা অন্যের ভিটেমাটি দখল করেন;
- যিনি ঋণ নিয়ে ফেরৎ দেন না;
- নিয়মিত কর ও বিল পরিশোধ করেন না;
- যিনি দুর্বৃত্ত, দুর্নীতিবাজ ও সন্ত্রাসীদের আশ্রয়প্রশ্রয় দেন;
- অন্যকে ভয়ভীতি দেখান; এবং
- যিনি কোনো আইনকানুন ও নিয়মনীতি মানেন না।

দুর্নীতিবাজ
দুর্বৃত্ত
ওয়াদাভঙ্গকারী

'না' ভোট কী? 'না' ভোট কেন দেব?

না ভোট হলো অযোগ্য, অসৎ ও দুর্বৃত্ত প্রার্থীদের প্রতি ভোটের মাধ্যমে অনাস্থা জ্ঞাপনের একটি কার্যকর হাতিয়ার। আমাদের জাতীয় সংসদ ও রাজনীতিকে দূষণমুক্ত করার জন্য নির্বাচনী আইনে সম্প্রতি এই বিধানটি যুক্ত করা হয়েছে।

অনেক সময়ে দেখা যায়, রাজনৈতিক দলগুলি প্রতিযোগিতামূলকভাবে বিতর্কিত ব্যক্তিদের নির্বাচনে মনোনয়ন দিয়ে থাকে। তখন ভোটারদের বাধ্য হয়ে একাধিক খারাপ লোকের মধ্য থেকে একজনকে বেছে নিতে হয়। যার ফলে দুর্নীতিবাজ, দুর্বৃত্ত, অযোগ্য ও অসৎ লোকজন নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পায় এবং তাদের দ্বারা পরবর্তিতে জনকল্যাণ হয় না বরং নিজেদের স্বার্থকে প্রধান্য দিয়ে দেশ ও জনগনের জন্য ক্ষতিকর বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন।

এ ধরনের দুর্ভাগ্যজনক প্রবণতা রোধে এবার ব্যালট পেপারে প্রার্থীদের নামের পাশাপাশি নতুন একটি বিষয় যোগ করা হয়েছে। সেটি হলো 'উপরের কাহাকেও নহে'। এটাই হলো 'না' ভোট। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী কোনো প্রার্থীকেই পছন্দ না হলে ভোটাররা 'না' ভোট দিয়ে তার মনোভাব প্রকাশ করতে পারেন। কোনো আসনে 'না' ভোটের পরিমাণ মোট প্রদত্ত ভোটের অর্ধেকের বেশি হলে সেই নির্বাচন বাতিল হয়ে যাবে এবং সেই আসনে পুনঃনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

'না' ভোট দিয়ে আমরা আমাদের সরকার ও রাজনীতিকে সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ, লুটেরা ও দুর্নীতিবাজদের কবল থেকে মুক্ত করতে পারি।

সৎ, যোগ্য প্রার্থী না থাকলে 'না' ভোট প্রদানের মাধ্যমে আমরা রাজনৈতিক দলের ভিতর সুস্থ্য মানসিকতার চর্চাকে উৎসাহিত করতে পারি, যেন পরবর্তিতে প্রার্থী মনোনয়ননের ক্ষেত্রে সৎ, যোগ্য, দেশপ্রেমিক ও আদর্শবান লোকদের প্রধান্য দেয়।

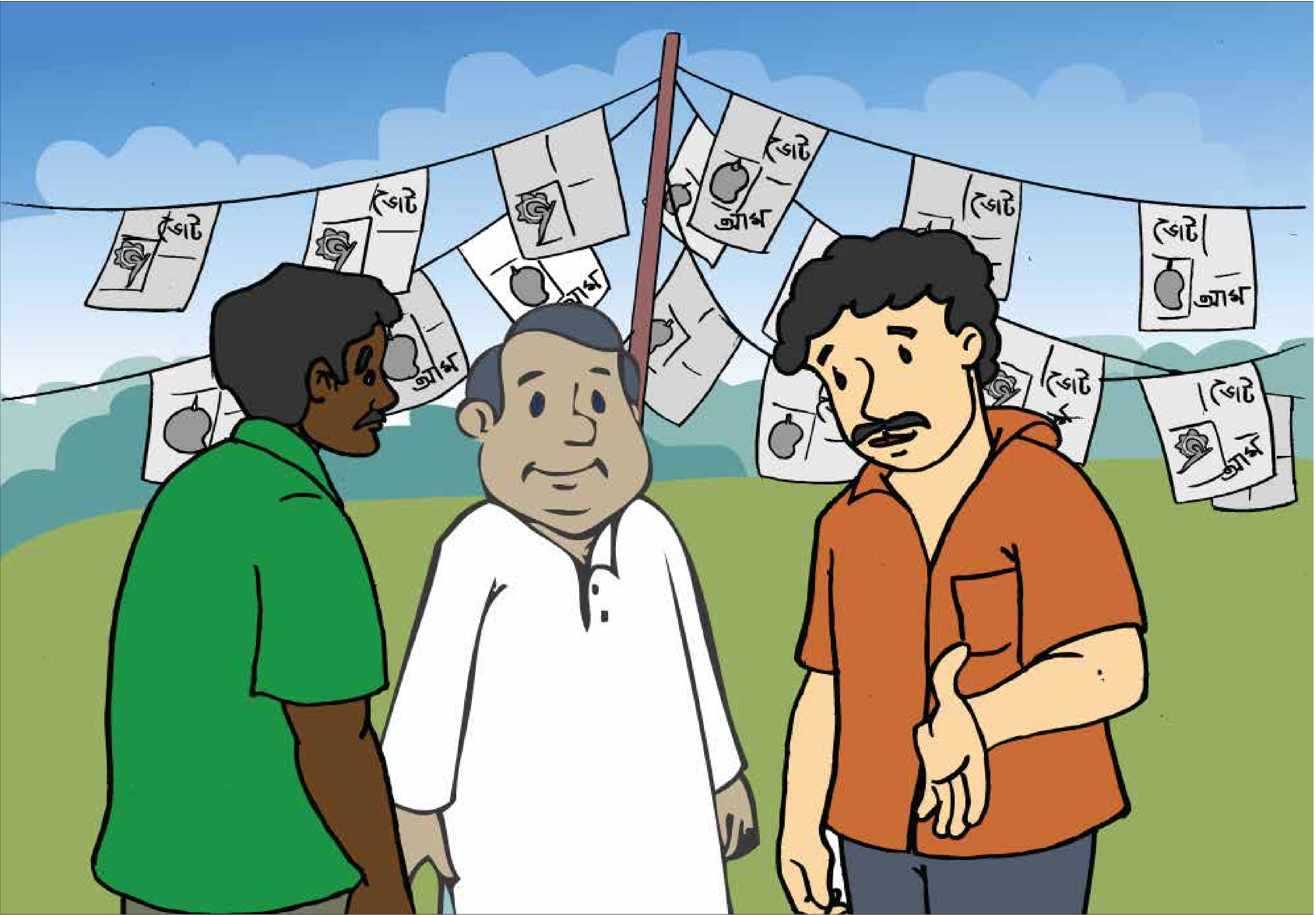
ভোট
আম

স্থানীয় ও জাতীয় সমস্যা সমাধানে ভোটার হিসেবে আমাদের কী করণীয়?

স্থানীয় ও জাতীয় সমস্যা সমাধানে ভোটার হিসেবে আমাদের ভূমিকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধান অনুযায়ী আমরাই এ দেশের মালিক। অতএব, দেশটি আমাদের ইচ্ছা বা অভিপ্রায় অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া উচিত। দেশ থেকে সব ধরনের দুর্নীতি, দুঃশাসন ও হানাহানি দূর হওয়া উচিত। বর্তমানে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিনিয়ত আমরা যে-সব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি তা সমাধানের পূর্বশর্ত হলো সুশাসন ও গণতন্ত্র। এ ত্রে ভোটার হিসেবে আমাদের করণীয় হলো–

- জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনে দেখেশুনে যাচাইবাছাই করে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে ভোট দেওয়া এবং অন্যকেও ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ করা।
- সংগঠিতভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা।
- দুর্নীতি, দুঃশাসন ও হানাহানির বিরুদ্ধে শক্তিশালী জনমত গড়ে তোলা।
- নিজে আইন মেনে চলা এবং অন্যকে আইন মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করা।
- স্ব স্ব অবস্থান থেকে গণতন্ত্রের চর্চাকে উৎসাহিত করা।

আমার ভোট আমি দিব
ভালো মানুষ বেছে নিব

সিডা-বাংলাদেশ এর সহযোগিতায় ইসি বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত